দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1-5 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সম্পাদকীয় ৪৬

আমব্রেলা এ্যাক্ট-২০০৭

সম্প্রতি ঘোষিত আমব্রেলা এ্যাক্ট-২০০৭ এবং নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক অভিন্ন নীতিমালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহাদের মতে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত এই এ্যাক্ট ও নীতিমালা কার্যকর করা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বলিতে কিছু থাকিবে না। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের পথ বাধাগ্রস্ত হইবে। সব মিলিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হইবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই তাহারা আমব্রেলা এ্যাক্ট ও অভিন্ন নীতিমালা কার্যকর করা হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন।

বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ১৯৭৩ সালের আদেশ বলে পরিচালিত হয়। এই আদেশের বিধি-বিধান অনুযায়ী সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত না হইলেও মোটামুটিভাবে স্বায়ত্তশাসিত বলা যায়। এই ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তিনজনের একটি প্যানেল রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি এই প্যানেল হইতে যে কোন একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিয়া থাকেন। মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত। বাদ বাকী তীন হইতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইয়া থাকে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে গঠিত মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব হইল সরকারি বরাদ্দ সংগ্রহ করিয়া নিয়মমাফিক বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বন্টন করা। সরকারি বরাদ্দের টাকা আদায় করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছোটাছুটি করিয়া যাহাতে সময় নষ্ট করিতে না হয় এবং এই সময়টা যাহাতে তাহারা শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবহার করিতে পারেন এই জন্যই কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। প্রচলিত ব্যবস্থায় কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর খবরদারি করার কোন অধিকার মঞ্জুরী কমিশনের নাই। আমব্রেলা এ্যাক্ট-২০০৭ কার্যকর করা হইলে প্রেসিডেন্ট শুধু মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও ভিসি নিয়োগ দিবেন না, তীনসহ সব গুরুত্বপূর্ণ পদেই নিয়োগ দিতে পারিবেন। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন সত্তার ইতি ঘটিবে। শুধু তাহা নয়, এই ব্যবস্থায় দলীয়করণ প্রকট হওয়ার আশঙ্কাও রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহাদের মনে করার কারণ এই যে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রেসিডেন্ট দল নিরপেক্ষ হইলেও, দলীয়ভাবে নির্বাচিত বিধায় দলীয়করণের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অন্যদিকে আমব্রেলা এ্যাক্ট-২০০৭ কার্যকর করা হইলে মঞ্জুরী কমিশন একাডেমিক বিষয়সহ প্রায় সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ লাভ করিবে। ইহাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র চর্চা থাকিবে কিনা তাহা না বলিলেও চলে।

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ এবং পদোন্নতি বিষয়ক অভিন্ন নীতিকেও অনেকে বাস্তবসম্মত মনে করেন না। বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত ক্যামব্রীজ, অক্সফোর্ড এবং হার্ভার্ডের নীতিমালাও অভিন্ন নয়। অভিন্ন নীতিমালার বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তি হইল, পৃথিবীর সাড়ে ছয়শত কোটি মানুষের সকলেই সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা নয়। ঠিক তেমনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকমন্ডলী এবং কর্মকর্তাদের মেধা-জ্ঞান পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মধ্যেও কমবেশি প্রভেদ আছে। তাই বড়েগড়ে এক নীতি বাস্তবসম্মত হইতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রবল প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় উপস্থিত মত তাহা দেখার বিষয়। তবে যাহা লক্ষণীয় তাহা এই যে, ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত আইনটি 'কালা-কানুন' হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশটি পরিমার্জন করার বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। আদেশটি জারি হইয়াছে প্রায় সিকি শতাব্দী আগে। এই সময়কালে ইহার কিছু অংশ সময়ের অনুপযোগী হইলে হইতেও পারে। তবে এই আদেশের আওতায় দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত প্রবীণ শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষক প্রতিনিধি বহু আছেন। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা আদেশটি সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া সময়োপযোগী করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে না। 'বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তির দূর্গ' বলা হইয়া থাকে এইজন্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই অমর জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক সৃষ্টি হইয়া থাকেন। তাই এমন কিছু করা সম্ভত হইবে না, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং মুক্ত চিন্তার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষকদের প্রেরণা ক্ষত-বিক্ষত করে। তাহা হইলে শুধু বর্তমান নয়, অনাগত ভবিষ্যৎও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে তাহা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।